Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আক্তার সৃষ্টি

রোলঃ 228020420

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আক্তার সৃষ্টি

রোলঃ 228020420

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা আক্তার সৃষ্টি, আইডিঃ 228020420 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

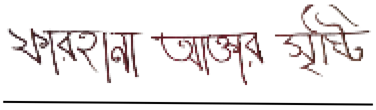

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ফারহানা আক্তার সৃষ্টি

আইডিঃ 228020420

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের সূচনা 5

ইসলামে নারীর ভূমিকা 9

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা 9

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান..10

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা 12

ইসলামে নারীর সম্মানের গুরুত্ব 12

কন্যা হিসেবে নারীর সম্মান..13

স্ত্রী হিসেবে নারীর সম্মান 13

বোন হিসেবে নারীর সম্মান..14

বিধবার অধিকার ও সম্মান...14

কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত বিখ্যাত নারীগণ...15

কুরআনে মুমিন নারীদের মর্যাদা ও বিধান 16

হাদিসের আলোকে নারীর মর্যাদা 18

ইসলাম নারীকে দিয়েছে রানির সম্মান 19

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী মযাদা...22

কর্মক্ষেত্রে ইসলামে নারীর অধিকার 24

ইসলামে নারীর অধিকারসমূহ...27

উপসংহার 30

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের সূচনা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজাতির প্রতিটি শ্রেণি ও স্তরের জন্য সাম্য ও ন্যায়ের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। নারী ছিল নিগৃহীত, অবহেলিত এবং অধিকার বঞ্চিত। সেই অন্ধকার যুগে নারী কেবল ভোগ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতো, সন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে দেখা হতো। সমাজে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই অনেক পরিবারে তা অপমান হিসেবে গণ্য হতো; এমনকি জীবন্ত কন্যাশিশু কবর দেওয়ার মতো ভয়াবহ বর্বরতা চালানো হতো।

এই ঘোর অমানিশার মাঝেই ইসলাম এক নতুন সূর্যোদয়ের বার্তা নিয়ে আসে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বাণী নাজিল করেন, যেখানে নারীর সম্মান, মর্যাদা এবং অধিকার সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়। কুরআন ও হাদীস নারীদের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে অধিকার ও সম্মান দিয়েছে—তা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

ইসলাম নারীকে একজন পূর্ণ মানব হিসেবে গণ্য করে, যার রয়েছে নিজস্ব সত্তা, ব্যক্তিত্ব, মতামত, শিক্ষা ও উপার্জনের অধিকার। মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোন—প্রতিটি ভূমিকায় ইসলাম নারীকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। সুতরাং বলা যায়, ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদার সূচনা হলো একটি বৈপ্লবিক ও মানবিক পরিবর্তনের নাম, যা সমাজকে ন্যায়, সমতা ও দয়া দিয়ে আলোকিত করেছে।

ইসলাম নারী জাতিকে এক করুন অমানবিক অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য অধিকার এবং সম্মানজনক মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। পবিএ কোরআনে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে, “আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের ওপর অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২২৮)। একমাএ ইসলামই মাতা, কন্যা স্ত্রী প্রভৃতি হিসাবে নারীদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার প্রধান করেছে। নারীর প্রথম পরিচয় সে পিতা-মাতার কন্যা। কিন্তু কন্যা হিসাবে ইসলাম-পূর্ব যুগে তার কোন মর্যাদাই ছিল না। আরবে তো লজ্জা-শরমে, মনের কষ্টে কন্যা শিশুদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। তাছাড়া পৃথিবীর সর্বএই

কন্যাসন্তান হলে পরিবারের সকলের মুখ কালো হয়ে যেত। এ সম্পর্কে পবিএ কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে-"যখন তাদের কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় , তখন তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনোস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখো, তাদের ফায়সালা খুবই নিকৃষ্ট।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত নং-৫৮-৫৯)। এ আয়াতে কারীমা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে , কন্যাসন্তান জন্মগ্রহন করলে খুশি হওয়া উচিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "যখন কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন আল্লাহপাক ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন। তারা এসে বলে-পরিবারের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর তারা তাদের বাহু দিয়ে কন্যা সন্তানটিকে আবেষ্টন করে এবং তার মাথায় হাত রেখে বলে-এক অবলা হতে আর এক অবলা বের হয়েছে। যে ব্যক্তি এর রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হবে সে কেয়ামত পর্যন্ত সাহায্য পাবে। "রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো কন্যাসন্তান ভূমিষ্ট হলে সে যদি তাকে পুঁতে না ফেলে, তাকে যদি সে অপমানিত না করে এবং তাকে উপেক্ষা করে যদি সে পুএসন্তানের পক্ষপাতিত্ব না করে, তাহলে আল্লাহপাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (আবু দাউদ শরীফ)। স্ত্রী হিসাবেও ইসলাম নারীর অধিকার সংরক্ষণ করেছে। পবিএ কোরআনে বলা হয়েছে তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ। (সূরা আল-বাকারা,আয়াত নং ১৮৭)। ইসলাম বিবাহের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান প্রধান করেছে। বহুবিবাহ প্রথাকে নস্যাৎ করার জন্য চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহনের অনুমতি দেয়া হলেও সে ক্ষেএে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যার কারণে ইচ্ছা করলেই একাধিক স্ত্রী গ্রহনের প্রবণতা রোধ হয়ে যায়। প্রত্যেক স্ত্রীর ওপর সুবিচার করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য না থাকলে একটি বিয়ে করার নির্দেশ জারি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে পবিএ কোরআনে হাকীমে বলা হয়েছে-"বিয়ে করবে তোমাদের পছন্দ মতো দুই, তিন কিংবা চার নারীকে। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একজনকে" নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে (সূরা আন-নিসা, আয়াত নং-৩)।

স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এটি শরিয়তে জায়েজ হলেও আল্লাহ তায়লা পছন্দ করেন না। আর তা হচ্ছে তালাক।" তাছাড়া তালাক এড়ানোর পরামর্শ দিয়ে আল্লাহ পাক বলেন-"যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে সম্পর্কেচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতিরই আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ই মীমাংসা চাইলে আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।" (সূরা আন-নিসা ,আয়াত নং-৩৫)। নারীরা হচ্ছে মায়ের জাতি। মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।" একজন সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার নিকট খেদমত পাবার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তোমার মা। সাহাবী বললেন-তারপর কে? রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তোমার মা। সাহাবী বললেন- তারপর কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তোমার পিতা এবং তারপর পর্যায়ক্রমে তোমার আত্মীয়-স্বজন। (বুখারী , মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফ)। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে ধন-সম্পত্তিতে নারীদের কোন উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না। ইসলামই মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির হকদার পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও প্রধান করে। পবিত্র আল-কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে- "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। অল্প হোক কিংবা বেশি হোক , এ অংশ নির্ধারিত।" (সূরা আন-নিসা , আয়াত নং-৭)।

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ l بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে;কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।-সূরা তাকভীর, আয়াত : ৮-৯

এই আয়াতে নারীর বিষয়ে জাহেলী যুগের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। সে সমাজে পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিল নারীর অবস্থান। কন্যা সন্তানের জন্ম সেখানে ছিল অভিশাপ আর অপমানের বিষয়। যেন তা মহাপাপ বা স্থায়ী অমর্যাদার কারণ।

অপমানবোধ আর মর্যাদা রক্ষায় জীবন্ত কবর দেয়া হতো কন্যা সন্তানকে। কত হীন মানসিকতা ও কতটা অপমানবোধ হলে মানুষ নিজের ঔরসজাত সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে পারে! সেখানে তো নারীকে মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। না নিজের সত্তার ওপর ছিল তার কোনো অধিকার, না সম্পদের উপর; বরং সে নিজেই ছিল সম্পদ;ওয়ারিসসূত্রে যার হাত বদল হত।

ইসলাম এল, নারী মুক্তি পেল। ঘোষণা হল, কত নিষ্ঠুর তোমাদের এ কাজ।

কন্যা সন্তানের জন্মকে বলা হল ‘সুসংবাদ’

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ 1 يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের ‘সুসংবাদ’ দেয়া হয় তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে অসহনীয়

মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে নিজ সম্প্রদায় থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে,নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। (সূরা নাহ্ল,আয়াত : ৫৮-৫৯)

ইসলামে নারীর ভূমিকা

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন । আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হ'ল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হতো এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হতো না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।নারী মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম আগমনের পূর্বে নারীরা সামাজিকভাবে অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত ছিল। ইসলাম নারীদের যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে, তা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান
করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ

স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।আর ইসলাম একজন নারীকে তার পরিপূর্ণ হক , সম্মান -মর্যাদা দিয়েছেন।যেখানে এখনো ভিন্ন ধর্মে নারীকে অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীন সেখানে ইসলাম নারীকে তার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান

ইসলামে নারীর উন্নত মর্যাদা স্বীকৃত। মানব ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট যুগ তথা আরবের 'আইয়ামে জাহেলিয়া'তে নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত ছিল না। যেসব কারণে সেই যুগটি ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ হিসেবে চিহ্নিত তার অন্যতম ছিল নারীর প্রতি অবমাননা। সে যুগে নারীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের কোনো বালাই ছিল না। আর নারীর সম্মান ও মর্যাদা; তা ছিল সুদূরপরাহত। কন্যাসন্তানের জন্ম হওয়াকেই মনে করা হতো অপয়া, অলক্ষুণে ও মান-ইজ্জতের পরিপন্থি। নারীসমাজের জন্য এমনই এক বিভীষিকাময় অন্ধকারকে দূরীভূত করে নারীর প্রকৃত অবস্থান, উন্নত মর্যাদা আর সব অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে ইসলাম। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে নারী জাতির বসবাসের অনুপযোগী সমাজব্যবস্থাকে ইসলামের শান্তি ও মানবতার বার্তা দিয়ে নারীদের জন্য চলমান সব অভিশপ্ততার মূলোৎপাটনপূর্বক এক আশীর্বাদময় সমাজের গোড়াপত্তন করা হয়; যেখানে কন্যা, স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর সর্বোন্নত মর্যাদা ও সব অধিকার সুনিশ্চিতকরণের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই যে নবজাতক কন্যাকে হত্যা করে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, সেই কন্যা ফিরে পেল তার মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার সব অধিকার।

মরুময় আরবের অন্ধকার যুগ ভেদ করে ইসলামের আগমন ঘটে। মানবতার পরম সুহৃদ মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ে- 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো কন্যাসন্তানের জনক হবে, সে সোজা আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে।' তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি পরপর দুটি কন্যা হয়? মমতাময় হৃদয় দিয়ে তিনি বলে দিলেন, যদি কারও দুটি কন্যাসন্তান হয় সেও জান্নাতে যাবে এবং যদি

কারও পরপর তিনটি কন্যাসন্তান থাকে, সেও জান্নাতবাসী হবে। তদানীন্তন আরবে কন্যাসন্তান হলে তার পিতাকে লোকেরা নানা গালি দিত। কন্যার পিতাকে গালি দেওয়ার এই অপসংস্কৃতি আজকের আধুনিক যুগেও অনেক সমাজে দেখা যায়। মহানবী (সা.) অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে এ ব্যাপারে সতর্কতা উচ্চারণ করেছেন- 'তোমরা মেয়েসন্তানের পিতাকে গালি দেবে না, কারণ আমি নিজেই মেয়েদের পিতা।' উল্লেখ্য, প্রিয় নবী (সা.) নিজে চারটি মেয়েরত্নের গর্বিত পিতা ছিলেন। এই মেয়ে যখন বড় হয়ে ওঠে তখন তার বিয়ে হয়, সে হয় কারও স্ত্রী, বধূ। মহানবী (সা.) স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে সবাইকে সতর্ক করেছেন, সদুপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যা খাবে তাদেরও তা-ই খেতে দেবে; তোমরা যা পরবে তাদেরও তা-ই পরতে দেবে। বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণেও মহানবী (সা.) সবাইকে স্ত্রীদের ব্যাপারে সাবধান করেছেন। তাদের সব অধিকারের প্রতি যত্নশীল থাকতে বলেছেন। স্ত্রীদের সব ন্যায্যতা ও প্রাপ্যতা পরিশোধ-সংক্রান্ত নির্দেশনার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অনমনীয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত যেন মজবুত হয় সে জন্য তিনি ঘোষণা করেছেন- 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।' সুতরাং স্বামীর উৎকৃষ্টতার সনদ দেবে তার স্ত্রী। তাই কাউকে উত্তম মানুষের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হলে স্ত্রীকেই ভাবতে হবে তার অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছে। বাহ্যিকতার চাকচিক্যে কোনো ব্যক্তি যতই নিজেকে মহৎ দাবি করুক না কেন; সহধর্মিণী যদি তার ব্যাপারে ইতিবাচক ছাড়পত্র না দেয়, তবে তিনি নিশ্চিত ভণ্ড। কেননা, বিবাহিত কোনো পুরুষকে তার স্ত্রীর চাইতে ভালো আর কেউ জানে না। সে জন্যই মহানবী (সা.) ব্যক্তির উত্তম হওয়ার মানদণ্ড হিসেবে স্ত্রীর সনদকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যা নারীর সম্মানকে বাড়িয়ে দেয়।

ইসলাম নারীকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সর্বক্ষেত্রে যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে; আমাদের উচিত প্রকৃত অর্থেই তা সমুন্নত রাখা এবং সুরক্ষা করা। নারীর প্রতি কোনো রূপ বৈষম্য এবং নারীকে অসম্মান কোনোমতেই মানবিক ও মূল্যবোধের সংস্কৃতির পরিপূরক নয়; বরং 'অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। বিশ্ব সভ্যতার গোড়াপত্তনে নারীর যে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান, তার প্রতি যথাযথ মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদান

করে সামগ্রিক সৃষ্টিকে আরও অনুপম মাধুর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করাই আমাদের পরম কর্তব্য।

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।
উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানসিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামে নারীর সম্মানের গুরুত্ব

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। মহানবী (সা.) বলেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক লোক মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? নবীজি (সা.) বললেন, 'তোমার মা'। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন 'তোমার মা'। ওই লোক আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবারও তিনি উত্তর দিলেন 'তোমার মা'। (বুখারি)।
মহানবী (সা.)-এর জামানার বিখ্যাত এক ঘটনার কথা আমরা জানি। মায়ের সেবা করার কারণে হজরত ওয়াইস করনি (রা.) প্রিয় নবীর জামানায় থেকেও সাহাবি হতে পারেননি। একবার ওয়াইস করনি (রা.) নবীজির কাছে খবর পাঠালেন 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ,

এখন আমি কী করতে পারি?’ নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, ‘আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরি।’ নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি মোবারক জুব্বা ওয়াইস করনির জন্য রেখে যান। তিনি বলেন, মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি। আমার ইন্তেকালের পরে তাকে আমার এই জুব্বাটি উপহার দেবে। জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে। এবং প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে ওমর! ওয়াইস করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো।

কন্যা হিসেবে নারীর সম্মান

মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘মেয়েশিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক।’ হাদিস শরিফে আরও আছে, ‘যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যাসন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।’

স্ত্রী হিসেবে নারীর সম্মান

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে রয়েছে, ‘তারা তোমাদের আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের আবরণ।’ (সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৭)। স্ত্রীর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক।’ (মুসলিম শরিফ)। তিনি আরও বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে–ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।’ (তিরমিজি)। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করো।’ (সূরা-৪ নিসা, আয়াত: ১৯)। কোরআনে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, ‘নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার।’ (সূরা-২ বাকারা, আয়াত ২২৮)।

বোন হিসেবে নারীর সম্মান

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কারও যদি কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তান থাকে আর তিনি যদি সন্তানদের জন্য কোনো কিছু নিয়ে আসেন, তবে প্রথমে তা মেয়ের হাতে দেবেন এবং মেয়ে বেছে নিয়ে তারপর তার ভাইকে দেবে। ' হাদিস শরিফে আছে, বোনকে সেবাযত্ন করলে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন।

বোন হিসেবেও নারী জান্নাত লাভের কারণ। হাদিসের ভাষায়, 'যে ভাই তার বোনকে উত্তম সাহচর্যে রেখে লালন-পালন করবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত।' পুরো নারী জাতির মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী।' শুধু কি তাই? প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের আবেগ-অনুভূতি; এমনকি ন্যূনতম কষ্টের প্রতিও যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। তিনি বলেছেন, 'আমি যদি নামাজে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘ করার ইচ্ছা রাখি, এমতবস্থায় যদি শিশুর কান্নার আওয়াজ পাই, তাহলে শিশুর মায়ের কষ্ট হবে ভেবে নামাজ ছেড়ে বাচ্চার কান্না থামাব।'

এতটাই মর্যাদা দিতেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের। এতটাই ভালোবাসতেন নবিজি তাদের।

বিধবার অধিকার ও সম্মান

বিধবাদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যারা বিধবা নারীর ভরণ–পোষণের দায়িত্ব নেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নামাজি ও সদা রোজা পালনকারী। (বুখারি ও মুসলিম)। নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ

রাসুলের(সাঃ) একটি হাদিসে এসেছে, নারীকে সম্মান করার পরিমাপের ওপর ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে। তিনটি বিষয় নবী করিম (সা.)-এর জীবনে লক্ষণীয় ছিল—এক. নামাজের প্রতি অনুরাগ; দুই. ফুলের প্রতি ভালোবাসা; তিন. নারীর প্রতি সম্মান। (বুখারি ও মুসলিম)।

কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত বিখ্যাত নারীগণ

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বহু বিখ্যাত নারীর উল্লেখ রয়েছে, তাঁরা নিজ নিজ অবস্থানে সেরা ছিলেন। যেমন: জগন্মাতা মা হাওয়া (আ.), আদমকন্যা আকলিমা, ইব্রাহিম (আ.)-এর পত্নী সারা, ইসমাইল (আ.)-এর মাতা হাজেরা, মিসরপতির স্ত্রী জুলায়খা, সুলাইমানের পত্নী সাবার রানি বিলকিস, ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া, আইয়ুব (আ.)-এর স্ত্রী বিবি রহিমা, ইমরানের স্ত্রী হান্না, ঈসা (আ.)-এর মাতা বিবি মরিয়ম, নবী করিম হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাতা আমেনা ও দুধমাতা হালিমা সাদিয়া; উম্মুল মুমিনিন খাদিজা (রা.), হাফসা (রা.), আয়িশা (রা.), মারিয়া (রা.)সহ নবী পত্নীগণ; নবীনন্দিনী রুকাইয়া, জয়নব, কুলসুম ও ফাতিমা (রা.); আবু বকরের কন্যা আসমা, শহিদা সুমাইয়া ও নবীজির দুধবোন সায়েমা।

নারী তাঁর নারীত্বের মর্যাদা বজায় রেখেই সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছেন। নারী ছাড়া অন্য কেউই মাতৃত্বের সেবা ও সহধর্মিণীর গঠনমূলক সহযোগী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়। মায়েদের ত্যাগ ও ভালোবাসা ছাড়া মানবীয় প্রতিভার বিকাশ ও সমাজের স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। মায়েরাই সমাজের প্রধান ভিত্তি তথা পরিবারের প্রশান্তির উৎস।

কুরআনে মুমিন নারীদের মর্যাদা ও বিধান

ইসলাম এসে নারীর ওপর থেকে এসব যুলম দূরীভূত করেছে, তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে পুরুষদের ন্যায় মনুষ্য অধিকার। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ﴾ [الحجرات: ١٣]

হে মানব জাতি, নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

এখানে আল্লাহ বলেছেন যে, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে নারী পুরুষের সঙ্গী, যেমন সে পুরুষের সঙ্গী নেকি প্রাপ্তি ও শাস্তির ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: ٩٧]

“যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমরা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব”। [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৯৭]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ﴾ [الاحزاب: ٧٣]

“যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের ‘আযাব দেন। আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭৩]

আল্লাহ তা‘আলা মৃত ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় নারীকে পরিত্যক্ত মিরাস গণ্য করা হারাম করেন। যেমন তিনি বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ ﴾ [النساء: ١٩]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিশ হবে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]
এভাবে ইসলাম নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে তাকে ওয়ারিশ ঘোষণা দেয়। কারণ, সে পরিত্যক্ত সম্পদ নয়। মৃত নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পদ দদ্ধ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ٧﴾ [النساء: ٧]

“পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ, তা কম হোক বা বেশি হোক, নির্ধারিত হারে”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ ﴾ [النساء: ١١]

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদেরকে ক্ষেত্রে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ, আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক ...”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১]

এভাবে আল্লাহ একজন নারীকে মা, মেয়ে, বোন ও স্ত্রী হিসেবে মিরাস দান করেন।

আর বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করেন, শর্ত হচ্ছে নারীদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও তাদের সাথে প্রচলিত রেওয়াজ মোতাবেক আচরণ করতে হবে। তিনি বলেন:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: ١٩]

"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে আচরণ কর"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

হাদিসের আলোকে নারীর মর্যাদা

আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, ক্বিয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে আসবে। এ বলে তিনি নিজের আঙ্গুলিসমূহ একত্রিত করে দেখালেন' (মুসলিম, মিশকাত)

ওকবা ইবনু আমের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'যার তিনটি কন্যা সন্তান থাকবে সে যদি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজের সামর্থ্যানুযায়ী তাদের খাদ্য প্রদান করে, পান করার ব্যবস্থা করে এবং তাদের পোশাক পরিধান করায়, তাহলে তারা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম হতে অন্তরাল হবে' (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৯, ছহীহাহ হা/২৯৪)।

ইবনু আববাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, 'যে কোন মুসলমান ব্যক্তির দু'জন কন্যা হবে, সে তাদের ভালভাবে রক্ষণাহেবণ করবে যতদিন তারা দু'জন তার কাছে থাকবে, তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে' (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭০)।

ইসলাম নারীকে দিয়েছে রানির সম্মান

ইসলাম নারীকে দিয়েছে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সম্মান ও মর্যাদা। এ নারীই আমাদের মমতাময়ী মা, প্রিয়তমা স্ত্রী, স্নেহের বোন বা আদরের সোনামণি মেয়ে। অন্যদিকে এ স্বর্গতুল্য মাকে কোনো কোনো সময় ও অবস্থায় চরম অপমানকর চরিত্রে উপস্থাপন করা হয় এ সমাজে। অথচ ইসলাম নারীকে দিয়েছে মায়ের সম্মান, স্ত্রীর অধিকার ও কন্যার স্নেহ।

একজন নারী 'মা' হিসাবে শুধু বাবার চেয়ে অধিকারে বড়ই নন, মর্যাদা ও সম্মানেও শ্রেষ্ঠ। বিশ্বনবি (সা.) কে একবার একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করেছিলেন, জীবিত বাবা-মার মধ্যে সেবা পাওয়ার অধিক হকদার কে? মহানবি (সা.) ৩ বার বলেন, তোমার 'মা'। এরপর চতুর্থবারে বলেন তোমার পিতা। তাছাড়া আমাদের দেশের মুসলিম পারিবারিক । তিনি এ কুরআন দিয়ে পরিবার সমাজ ও গোটা পৃথিবীর সর্বস্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এক্ষেত্রে তিনি শতভাগ সফলও হয়েছেন। তিনি কুরআন দিয়ে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের কবর রচনা করে মানুষের উপর আল্লাহর প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি মানুষের উপর মানুষের অধিকার বিশেষকরে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকারের বিষয়টিও সুস্পষ্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন। আধুনিক বিশ্বে নারী অধিকারের বিষয়টি বহুল আলোচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী অধিকারের ধারণাটি গত শতাব্দীর সৃষ্টি। কিন্তু ইসলাম নারী অধিকারের ধারণা উপস্থাপন করেছে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে

ইসলাম নারীর অধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণায় নারীর যথাযথ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা আমরা কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি রাসূল (সা.)-এর সীরাত অধ্যয়ন থেকে বিস্তারিত জানতে পারি। ইসলামের আগে জাহেলি আরব সমাজে নারীর মর্যাদাপূর্ণ কোনো অবস্থান ছিল না। আমরা সকলেই জানি, আরব ছিলো একসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কার আর নানা অনাচারে ঘেরা এক মরু উপত্যকা। যাকে আরবী ইতিহাসবিদগণ আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় ঐ ও লজ্জাষ্কর মনে করতো। তাদের সমাজে ও পরিবারে কোনো অধিকার ছিল না। তারা ছিল পুরুষদের দাসীমাত্র। পরিবারের কর্তা ইচ্ছে করলে নারীকে ক্রয়-বিক্রয়

ও হস্তান্তর করতে পারতো। পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার বলতে কোনো অংশই ছিল না। মেয়ে বা কন্যা শিশুদেরকে পিতার পক্ষ থেকে সম্পত্তি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো। ঘাড়ের বোঝা মনে করা হতো কান্য শিশুদের। এমন দৃশ্যও আছে যে, সে সময় কন্যাশিশুর মর্যাদা সমাজে এতোটাই নিচে ছিল যে কন্যাশিশুর জন্ম হলে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। এরকম কতো কন্যাশিশুকে যে জীবন্ত কবরে পুঁতে দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চই আরবের সে অন্ধকার যুগের ইতিহাসের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

জীবন্ত কন্যা পুঁতে দেওয়া (সমাধিস্থ করা) করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা সেদিন জিজ্ঞেস করবেন এভাবে, যা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে : যখন জীবন্ত পুঁতে দেওয়া কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (সূরা তাকভীর, আয়াত: ৮, ৯)। আল্লাহ পাকের কাছে নারী-পুরুষের মর্যাদা আলাদা নয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন : অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫)।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, আমলের দিক থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সবাই সমান। সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। আমাদের সমাজে আমরা এখন দেখছি নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অভাবে অনাচার ও বেহায়াপনা জেঁকে বসেছে। নারী নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। সর্বত্রই নারীরা লাঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় নিত্যনতুন উপায়ে বা পদ্ধতিতে নারী লাঞ্চনার খবর আসে। অথচ ইসলাম একজন নারীকে কত উচ্চ মর্যাদা দান করেছে, তা আজকের সমাজবিজ্ঞানীরা ভুলতে বসেছে।

প্রকৃতপক্ষে, কুরআনুল কারীমের মাঝেই পুরুষের সঙ্গে নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে নারীদের মধ্যে মা, স্ত্রী, কন্যাদের তাদের পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে এবং বিশেষ অবস্থায় বোনদের ভাইয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামের আগমনের আগে পৃথিবীর বুকে আর কোনো ধর্মই এভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি। একইভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নারীদের স্বামীর সম্পদের

মালিকানা দান করেছেন। স্বামীর অধিকার নেই যে, স্বামী হওয়ার কারণে সে তার স্ত্রীর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। নারী তার সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে।

পাশ্চাত্যের প-িতদের মুক্ত থিওরী আর ফ্যাশন সমাজের নারীসহ সকলেই স্মার্টনেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বর্তমান কন্যাশিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের প্রতি যে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে, তা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। জাহিলি যুগে পিতা কর্তৃক আপন কন্যা ধর্ষনের কোনো নজির নেই। কিন্তু এখন এমন ঘটনাসহ দড়ি বেঁধে প্রকাশ্যে নারীর উপর নির্যাতন সমাজে অহরহ দৃশ্যমান। আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি, ইসলামের আগমনের পূর্বে নারীর সম্ভ্রম এবং মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতো। রাতের বেলায় নারীরা মদ, গান-বাদ্যের মহোৎসব করতো। সমগ্র পৃথিবী যখন হেরার আলোর অভাবে এমনই এক ঘুটঘুটে অন্ধকার যুগে বসবাস করতে লাগলো; ঠিক সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার আখেরি পয়গাম মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম নিয়ে মানবতার মুক্তিরদূত, নবীকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটে। আর তখন থেকেই নারীরা তাদের যথাযোগ্য চিরসম্মান ও চিরমর্যাদা লাভ করে। নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনিই সর্বপ্রথম নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সমাজে নারীদের অভূতপূর্ণ মর্যাদার কথা ঘোষনা দিয়েছেন।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী মর্যাদা

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

হিন্দু ধর্মে : নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'। নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল'।তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।

চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।

রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ইয়াহুদী খৃষ্টানরা নারীদের মর্যাদা দেয় নি। অমুসলিমরাও নারীদের মূল্যায়ন করেনি। বরং ইসলামই নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছে।
জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের ব্যাপারে মূল্যায়ন করা হয়নি, এব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

তাদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানী হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হ'তে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট! (নাহল ৫৮-৫৯)।

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ- بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.

যখন জীবমত্ম-প্রথিত (জীবমত্ম কবর) কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে। কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

কর্মক্ষেত্রে ইসলামে নারীর অধিকার

ইসলামে নারীর কর্মক্ষেত্রে অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল বিষয়। ইসলাম নারীদের কাজ করার অনুমতি দিয়েছে, তবে এর সাথে কিছু শর্ত ও দিকনির্দেশনা জুড়ে দিয়েছে যেন তা ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়।

ইসলামে নারীর কর্মক্ষেত্রে অধিকার ও নির্দেশনা:

1. কর্ম করার অধিকার:

ইসলাম নারীদের শিক্ষা ও কাজ করার অধিকার দিয়েছে। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগেও নারীরা শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, এমনকি যুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছেন।

খাদিজা (রা.) নিজে একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং নবী (সা.) তাঁর ব্যবসায় অংশ নেন।

2. পবিত্রতা ও পর্দার বিধান:

নারীর পোশাক ও আচরণে শালীনতা বজায় রাখা আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে এবং মু’মিন নারীদের বলে দিন, যেন তারা নিজেদের উপর তাদের চাদরের কিছু অংশ ঝুলিয়ে দেয়..." (সূরা আহযাব, ৩৩:৫৯)।

কর্মক্ষেত্রে পর্দার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনবোধে পুরুষ সহকর্মীর সাথে শালীন ও প্রয়োজনীয় কথাবার্তার অনুমতি রয়েছে।

3. নিরাপত্তা ও সম্মান:

নারীর কর্মস্থল এমন হতে হবে যেখানে তার নিরাপত্তা, সম্মান ও মর্যাদা বজায় থাকে।

জুলুম, হয়রানি বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রক্ষা করা ইসলামি সমাজের দায়িত্ব।

4. ঘরের দায়িত্ব ও কর্মজীবন:

ইসলাম নারীর প্রধান দায়িত্ব হিসেবে পরিবার ও সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব দেয়। তবে তা মানেই নয় যে তিনি বাইরের কাজে অংশ নিতে পারবেন না।

যদি পরিবার ও সংসার সামলানো সম্ভব হয়, তাহলে কর্মজীবনে অংশগ্রহণে কোনো বাধা নেই।

5. পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার নয়, বরং ন্যায্য অধিকার:

ইসলাম সমতা নয়, বরং ন্যায্যতাকে প্রাধান্য দেয়। পুরুষ ও নারীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা ভিন্ন, কিন্তু উভয়ের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলাম নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে, তবে তা শালীনতা, নিরাপত্তা এবং ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। এই বিষয়ে সমাজ ও পরিবার উভয়ের দায়িত্ব রয়েছে নারীদের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা।

অবশ্যই, নিচে কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো:

১. নারীর কাজ করার অধিকার – কুরআনের দৃষ্টিতে:

আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা (৪:৩২):

"পুরুষ যা অর্জন করে, তা তাদের জন্য; এবং নারী যা অর্জন করে, তা তাদের জন্য।"

ব্যাখ্যা:

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, পুরুষ ও নারী উভয়েরই কাজ করার অধিকার আছে এবং তারা নিজেদের কর্মফল লাভ করবে।

২. পর্দা ও শালীনতা – কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আচরণ:

আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪:৩০-৩১):

"মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান রক্ষা করে...

আর মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের শালীনতা রক্ষা করে এবং যেন তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে..."

ব্যাখ্যা:

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য দৃষ্টি সংযত রাখা ও শালীন আচরণ পালন করা কর্মক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নারীর জন্য পর্দার নিয়ম ও পোশাক শালীন হওয়া আবশ্যক।

৩. নারীর কর্মজীবনে অংশগ্রহণ – হাদীসের দৃষ্টিতে:

হাদীস:

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত: "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, 'আমার স্ত্রী আমার কাজে অংশ নেয় (ব্যবসায়)।' রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তাকে বোঝাতে পারো যেন সে হালালভাবে কাজ করে, এতে কোনো দোষ নেই।'" (সহীহ মুসলিম)

খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী, এবং নবী (সা.) তাঁর কর্মে সহযোগিতা করেছেন, যা নারীর ব্যবসা বা চাকরি করার বৈধতা প্রমাণ করে।

৪. নারী চিকিৎসক ও সমাজসেবা:

হাদীস:

রুবাইয়ি বিনতে মুয়াওয়িয (রা.) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধে যেতাম, আহতদের সেবা করতাম এবং পানি পৌঁছে দিতাম।"
(সহীহ বুখারী: ২৮৮০)

ব্যাখ্যা:
নারীরা চিকিৎসা, সেবা ও সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন নবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে ।
ইসলাম নারীকে শুধু মানুষ হিসেবে নয়, এক পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে—যা ১৪০০ বছর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন পৃথিবীর বহু সমাজে নারীদের কোনো অধিকারই ছিল না।

ইসলামে নারীর অধিকারসমূহ

১. জন্মের অধিকার ও সম্মান

ইসলাম আগের জাহিলি সমাজের মতো কন্যা সন্তানকে অপমান বা জীবন্ত কবর দেয়ার প্রথাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:
"যখন কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হবে, তখন সে জিজ্ঞেস করবে—কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।"
(সূরা তাকভীর: ৮-৯)
২. শিক্ষার অধিকার

জ্ঞান অর্জন পুরুষ ও নারীর জন্য সমভাবে ফরজ (আবশ্যক)।

হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন:
"জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ।"

(ইবনে মাজাহ)
৩. উপার্জন ও সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার

নারী তার উপার্জনের সম্পূর্ণ মালিক, কেউ তা নিতে পারে না।

কুরআনে আছে:
"নারীদের প্রাপ্য তাদের উপার্জন থেকে, আর পুরুষদের প্রাপ্য তাদের উপার্জন থেকে।"
(সূরা আন-নিসা: ৪:৩২
৪. উত্তরাধিকার লাভের অধিকার

ইসলাম নারীকে স্পষ্টভাবে উত্তরাধিকার থেকে অংশ দিয়েছে, যা আগে ছিল না।

উদাহরণ: একজন মেয়ে, স্ত্রী, মা—সকলেই নির্দিষ্ট অংশ পায়।
৫. বিয়ে ও বিবাহ বিচারের অধিকার

ইসলাম নারীকে পছন্দের ভিত্তিতে বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে।

জোর করে বিয়ে সম্পূর্ণ হারাম।

বিবাহ বিচারের ক্ষেত্রেও 'খুলা' এর মাধ্যমে নারী নিজে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারে।
৬. মা হিসেবে মর্যাদা

ইসলাম মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে।

এক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন:

“তোমার সর্বোচ্চ সেবা পাওয়ার অধিকার আছে কার?” তিনি তিনবার বললেন, ‘তোমার মা’। তারপর বললেন, ‘তোমার বাবা।’”
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
৭. সমাজে অংশগ্রহণ ও কাজ করার অধিকার

নারী শিক্ষিকা, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, ইত্যাদি বৈধ পেশায় অংশ নিতে পারে—শর্ত হলো তা ইসলামি নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
৮. ইবাদত ও আত্মউন্নয়নের সমান সুযোগ

নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতসহ ইসলামের সব ইবাদতে নারীদের পূর্ণ অধিকার ও সাওয়াব রয়েছে।

ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে একটি নিরাপদ, সম্মানজনক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের অধিকার দিয়েছে। এসব অধিকার শুধু তত্ত্ব নয়—ইসলামি সভ্যতা ও ইতিহাসে এদের বাস্তব প্রয়োগের বহু উদাহরণ রয়েছে।

উপসংহার

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 1 سُئِلَتْ

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে;কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।-সূরা তাকভীর, আয়াত : ৮-৯

এই আয়াতে নারীর বিষয়ে জাহেলী যুগের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। সে সমাজে পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিল নারীর অবস্থান। কন্যা সন্তানের জন্ম সেখানে ছিল অভিশাপ আর অপমানের বিষয়। যেন তা মহাপাপ বা স্থায়ী অমর্যাদার কারণ। অপমানবোধ আর মর্যাদা রক্ষায় জীবন্ত কবর দেয়া হতো কন্যা সন্তানকে। কত হীন মানসিকতা ও কতটা অপমানবোধ হলে মানুষ নিজের ঔরসজাত সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে পারে! সেখানে তো নারীকে মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। না নিজের সত্তার ওপর ছিল তার কোনো অধিকার, না সম্পদের উপর; বরং সে নিজেই ছিল সম্পদ;ওয়ারিসসূত্রে যার হাত বদল হত।

ইসলাম এল, নারী মুক্তি পেল। ঘোষণা হল, কত নিষ্ঠুর তোমাদের এ কাজ।

কন্যা সন্তানের জন্মকে বলা হল 'সুসংবাদ'

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ 1 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের 'সুসংবাদ' দেয়া হয় তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে অসহনীয়

মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে নিজ সম্প্রদায় থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে,নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। (সূরা নাহ্ল,আয়াত : ৫৮-৫৯)

কন্যা সন্তানের জন্মকে বলা হচ্ছে

'সুসংবাদ'

আধুনিক জাহেলী যুগে আজো কিন্তু নারীর জন্ম 'সুসংবাদ' নয়

তখন নারীকে পুঁতে ফেলা হতো জন্মের পর। আর এখন পুঁতে ফেলা হয় জন্মের আগেই (বিজ্ঞানের কল্যাণে যখন জানতে পারে আগত শিশু নারী)

অধিকার আর মর্যাদা কি কাগজে কলমে আর শ্লোগানে সম্ভব? হৃদয় যদি মেনে না নেয়, ছিড়ে যায় কাগজ, ভেঙে যায় কলম, থেমে যায় শ্লোগান।

জাহেলী যুগে নারী ছিল অবহেলিত নির্যাতিত, নারীর প্রতি পুরুষের হীন মানসিকতার কারণে। ইসলাম সে মানসিকতারই সংশোধন করেছে।
নারী ছিল পুরুষের কাছে অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের মত। ইসলাম নারীকে বানাল পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী।

নারী নিজেই ছিল পুরুষের সম্পদ, যা ভোগ দখল করা যেত, ইসলাম নারীকে দিল সম্পদের অধিকার। কারো অধিকার নেই তার সম্পদে। কিন্তু তার আছে অধিকার পিতার সম্পদে,স্বামীর সম্পদে, সন্তানের সম্পদে। তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব হয় পিতার, নয় স্বামীর, না হয় সন্তানের। কেউ নেই তো রাষ্ট্রের। নারী অভিভাবকহীন নয়;জন্ম থেকে
মৃত্যু পর্যন্ত।

কিন্তু একটি পুরুষ এই অধিকার ভোগ করার অধিকার রাখে কেবল বালেগ হওয়া পর্যন্ত। পশ্চিমে অবশ্য নারীর বেলায়ও তাই। ফলে তাকে পড়তে হয় বিপদে। আর এটাই হয়তো ‘সমঅধিকার’ দাবিদারদের ইনসাফ(?!)
মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নারীর ছিল না। ইসলাম বলল, না;তার মতামত ছাড়া হবে না। স্বামী গ্রহণে নারীর মতই চূড়ান্ত। যদি সে ন্যায়ের উপর থাকে।
জাহেলী যুগের নির্যাতিতা,অবহেলিতা নারী নবীর দরবারে এসে বলার অধিকার পেল, আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমার প্রাপ্য হক দেয়নি। বলতে পারল নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা; ‘না, অমুক আমার পছন্দ নয়।’
তবে নারীর ভরণ পোষণে যেমন তার অভিভাবক দায়িত্বশীল,যেন ভরণ পোষণের পিছে ছুটতে গিয়ে সে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় (যেমনটি ঘটে পশ্চিমা নারীর বেলায়, জীবিকার অর্জনে সবকিছু বিসর্জন দিতে হয়) তেমনি নারী যাতে বৈবাহিক জীবনেও ক্ষতির সম্মুখীন না হয় এ ব্যাপারেও নারীর অভিভাবক দায়িত্বশীল। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই নারীকে অনিরাপদ ছেড়ে দেয়নি ইসলাম। তবে নারীকে দিয়েছে

মত প্রকাশের অধিকার। অভিভাবক যদি তার প্রতি অবিচার করে, সে বলতে পারবে।

অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নারীকে স্বাধীনতার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ স্বাধীনতা বা অধীনতামুক্ত হওয়ার অর্থ কী? পিতা ও স্বামীর অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বার্থান্বেষী,কপট শত পুরুষের অধীন হওয়া। অধীনতামুক্ত বলে কোনো বিষয় নেই। (একমাত্র আল্লাহই অধীনতামুক্ত)

নারীকে আহবান জানানো হচ্ছে স্বনির্ভর হতে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে। কিন্তু পায়ের তলের ঐ মাটিই যদি নারীকে গ্রাস করতে উন্মুখ হয় তখন?

ইসলাম দিল নারীর নিরাপত্তা। নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকানোও নিষেধ। পুরুষকে বলে দিল, হে পুরুষ! তোমার দৃষ্টি অবনত রাখ, আর লজ্জাস্থানের হেফাজত কর। আরো বললো, কোনো পুরুষ যেন কোনো বেগানা নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়। কারণ, তা নারীর বিপদের কারণ হতে পারে। নারীর প্রতি সকল প্রকারের অন্যায়কে ঘোষণা করল মহাপাপ, কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে।

আর নারীকেও বাতলে দিল নিরাপদ থাকার পথ।

আজকের 'পুরুষতান্ত্রিক' সমাজ নারী মুক্তির মেকি শ্লোগান দিয়ে কী পেতে চায়? আর নারীকেই বা কী দিতে চায়? নইলে নারীকে কেন হতে হয়; নতুন মডেলের গাড়ির 'মডেল',পণ্যের এ্যাডে 'নারীপণ্য'? অর্থের বিনিময়ে কেন কেনা যায় নারীর রূপ-যৌবনের চিত্র? নারীকে রক্ষা না করে কেন তাকে ধোকা দেয়া হয় এই বলে, 'তুমি যৌনকর্মী (তুমি কর্ম করে খাচ্ছ)? নারী কেন ওয়েটার? কেন সে রূপ-যৌবন নিলামকারী বিমানবালা,সেল্সম্যান? কেন ইডেন,জাহাঙ্গীরনগর ও অন্যান্য নারী কেলেঙ্কারী নারীবাদী সংগঠনগুলোর আন্দোলনের বিষয় হয় না....? আরো কত শত দৃষ্টান্ত,যা কারো অজানা নয়। তারপরও...?

ওরা যদি নারীর মর্যাদা,অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই চাইত,তাহলে নারীর মর্যাদা আর নিরাপত্তা রক্ষা হয় এমন পথই বেছে নিত। যেটা করেছে ইসলাম। ইসলাম কি নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে অস্বীকার করে? তাহলে দেন মোহর,মিরাস এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তা ঠিক রেখে অর্থ উপার্জনের অধিকার কেন দিয়েছে? (তার উপর তো কারো ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেই)

নারী শুধু ভাবে, নারীর জন্য এত শর্ত কেন ইসলামে? তারই নিরাপত্তার জন্য,মর্যাদা রক্ষার জন্য।

ইসলাম কি শিক্ষার অধিকার দেয়নি নারীকে? দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার নামে নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ছেড়ে দেয়নি।

তাই আজ ভাবতে হবে, কে নারীর প্রকৃত কল্যাণকামী?

সব শ্লোগান যখন থেমে যায়,নারীর যখন চোখ খোলে (সবকিছু হারানোর পর) তখন সবকিছুর দায় ও বোঝা কাকে বহন করতে হয়? এমনকি পশ্চিমেও? আর আইন? সেওতো অবলা হয়ে গেছে!

ইসলাম দিয়েছে নারীর নিরাপত্তা আর মর্যাদা। শুধু তাই নয়,যে পুরুষের কাছে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না, তার চরিত্রের ভালো মন্দের বিচারক বানানো হল নারীকে। ঘোষণা হল, তোমাদের মধ্যে সেই পুরুষ সবচেয়ে ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।

নারী নাম উচ্চারণ ছিল অপমানের, সেখানে আল কুরআনের সূরার নাম হল 'নারী' (সূরা নিসা) । ,

ঘোষণা হল,নারীকে স্বযত্নে লালন পালন করা পিতামাতাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে।

যে 'রব' নারীকে অবহেলা আর জুলুমের আঁস্তাকুর থেকে তুলে এনে এত অধিকার,ইনসাফ আর মর্যাদা দিলেন তিনি কি তাঁর অমঙ্গল চান? তাহলে তার নির্দেশনার সাথে বিদ্রোহ কেন? নারীর কল্যাণ ও মুক্তি তাঁর নির্দেশনায় নাকি চতুর স্বার্থান্বেষী ভোগবাদীদের মেকি শ্লোগানে?!

নারী ছিল মা হাওয়া। আদমের অর্ধাঙ্গিনী,জীবনসঙ্গিনী। তারপর? তারপর অলক্ষুণে, ভোগের পণ্য, অমর্যাদার কারণ। তারপর আবার কন্যা, জায়া,জননী। নারীর পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত। মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে সমাসীন। মত প্রকাশে স্বাধীন, নিজের সম্পদের একচ্ছত্র আধিকারী। তারপর? তারপর আবার অপ্রত্যাশিত নারীর জন্ম, অধিকারের মেকি শ্লোগানে বঞ্চিত,ধোকাগ্রস্ত। আবার ভোগের পণ্য! নিলামের পণ্য। সে যুগেও কেনা বেচা হতে,এখনো...! সেদিন জুলুম ছিল, চতুরতা ছিল না। কিন্তু আজ...? সেদিনও পৃথিবীতে তার আগমন ছিল অপ্রত্যাশিত,আজও...! সে যুগের কবি নারীর রূপ যৌবন,যৌবনের আবেদন নিয়ে আলোচনা করত কবিতায়,

আর আজ তার রূপ-যৌবন ফেরি করা হয় টিভি পর্দায়। আর কত কল্যাণকামী আর কে শঠ ও প্রবঞ্চক।

ইসলাম নারীকে যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে, তা ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। নারীকে মানুষ হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া, শিক্ষার অধিকার, উপার্জনের অধিকার, পারিবারিক নিরাপত্তা, উত্তরাধিকার ও বিচারের সমতা নিশ্চিত করা—এসবই ইসলামি মূল্যবোধের প্রতিফলন। নবী করিম (সা.) এর যুগে নারীরা শিক্ষা, চিকিৎসা, সমাজসেবা এমনকি যুদ্ধকালীন সহায়তাতেও অংশগ্রহণ করেছেন, যা প্রমাণ করে ইসলাম নারীদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

তবে, বর্তমান মুসলিম সমাজে অনেকক্ষেত্রে এই অধিকার ও মর্যাদা শুধু বইপত্রে সীমাবদ্ধ। কুসংস্কার, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, এবং ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার কারণে নারীরা তাদের প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত। অনেক মুসলিম নারী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, পরিবারে তাদের মতামত মূল্যায়িত হয় না, আবার কেউ কেউ জোরপূর্বক বিয়ে ও বৈষম্যের শিকার হন। অথচ, এইসব অনাচার ইসলামের শিক্ষা নয়—বরং এগুলো ইসলামের নাম ব্যবহার করে তৈরি সংস্কারজাত অন্যায়।

তাই প্রয়োজন ইসলামি জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং পুরুষ ও নারীর মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মান নিশ্চিত করা।